মজার মানুষ হাসান মাসুদ

কাজের শুরুটা সেই ১৯৮৩ সালে। তারপর আর থেমে থাকেননি তিনি। বদলিয়েছেন কাজের ধারা, পেশায় এনেছেন বৈচিত্র্য। সেনাবাহিনী থেকে সাংবাদিকতা আর এখন একজন সফল অভিনেতা হাসান মাসুদ। লিখেছেন- তনিমা আরেফীন

সেনাবাহিনীর নিশ্চিন্ত জীবন ছেড়ে যিনি ৮-৯ মাস শুধু আড্ডা দিয়েছেন, বোঝাই যায় জীবন নিয়ে ভাবার চেয়ে মজা করাটাই বেশি পছন্দ করেন তিনি। হাসান মাসুদ সফল সাংবাদিক থেকে সিনেমা, নাটক, মডেলিং আদ্যোপান্ত একজন সফল মানুষ। প্রচন্ড ব্যস্ততার মাঝেও নিজেই যখন সময় করে ২০০০ অফিসে এলেন তখন ধরে নিতে হবে সব জায়গাতেই তিনি সিরিয়াস। সাংবাদিকতা নিয়ে প্রশ্ন করতেই বলেন, আসলে কখনো ভাবিনি সাংবাদিক হবো। একদিন শাহবাগে আড্ডা মারতে গিয়ে এক লোক আরেক ছেলেকে বলছেন, কিরে তোকে একটা ভালো ইংরেজি জানা ছেলে দিতে বলেছিলাম না? আগ্রহের বশবর্তী হয়ে জানতে চাই কি জন্য দরকার ভালো ইংরেজি জানা ছেলে? বললেন, 'স্পোর্টস জার্নালিজম। নিজের কাজ করার আগ্রহের কথা বলি এবং ৫-৬ দিন কাজ করার পরই ওরা আমাকে নিয়ে নেয়'। শুধু করেছিলেন নিউ নেশন থেকে। এরপর ডেইলি স্টার আর এখন বিবিসি। বুঝতে পারি ভালোবেসে ফেলেছেন এ পেশাকে। অভিনয়ের প্রসঙ্গ আসতেই জানালেন, 'সেটাও হুট করে। একদিন শাহবাগের আড্ডায় ফারুকী (মোস্তফা সরয়ার ফারুকী) আমাকে দেখল, ঠিক দেখল না মাপলো। ঐ আড্ডায় যার সঙ্গে কথা বলছিলাম ফারুকী তার কাছ থেকে আমার ফোন নম্বর নিয়ে ফোন করে। ঢাকা ইউনিভার্সিটির আইবি মাঠে আড্ডায় ও যখন আমাকে বললো, আমি লাইফের প্রথম সিনেমা বানাতে যাচ্ছি, এখানে একটা চরিত্রের জন্য আপনাকে খুব দরকার। শুনে তো আমি আকাশ থেকে পড়ি। এরপর পরিবারের সাবার সঙ্গে আলোচনা করলাম, তারা উৎসাহিত করলো'। এর পরের কাহিনী সবার জানা, ব্যাচেলর রিলিজ হলো, হিট করল, হিট করলেন হাসান মাসুদ। আর দশজন অভিনেতার মতো মডেলিং বা নাটক থেকে সিনেমা নয় বরং তার শুরুটা হয়েছিল সবচে' বড় মাধ্যম সিনেমা থেকে। তাই জানতে চাইছিলাম তার অনভূতি সম্পর্কে। তার স্বতঃস্ফূর্ত উত্তর, 'ক্যামেরার সামনে প্রথম শট একবারেই ওকে হয়েছিল'। ব্যাচেলরের শুটিং শুরু হওয়ার আগেই ইউনিটের সবার সঙ্গে ভালো বন্ধুত্ব হয়ে যায় তার। শুরুটাই করেছিলেন মোস্তফা সরয়ার ফারুকীর মতো গুণী নির্মাতার হাত ধরে। তাই কেউ কেউ নাকি পর্দার আড়ালে বেশ ঈর্ষান্বিত ছিলেন। বলছিলেন 'এটা কিন্তু লিখবেন না'। তার কথায় বোঝা গেল প্রথম কাজ নিয়ে তিনি প্রায় ৯৯.৯৯ ভাগ সন্তুষ্ট। সিক্সটি নাইন প্রসঙ্গ আসতে একটি মজার তথ্য জানালেন যে শুধু রোববারই তিনি ঐ নাটকের শুটিং করেন এমনকি গ্রামীণ ফোনের Flexiload-এর শুটিং করতে গিয়ে পরিচালককে মাত্র আধাঘন্টা বাড়তি সময়ও তিনি দিতে পারেননি। সত্যিই ব্যস্ততার মাপকাঠিতে তার অবস্থান অনেক ওপরে। মিডিয়াতে অভিনেতা হিসেবে পরিচিত হলেও শীঘ্রই ভক্তরা আরেকটি পরিচয় পেতে যাচ্ছেন হাসান মাসুদের। সেটা হলো সঙ্গীতশিল্পী। জানালেন, ব্যাচেলরে একটা প্লেব্যাকও করেছিলেন। সিনেমার দৈর্ঘ্য বেশি হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সেটা বাদ দিতে হয়। মারজুক রাসেলের কথা ও সঞ্জীব চৌধুরীর সুরে কিছুদিনের মধ্যেই তার একটি একক অ্যালবাম বাজারে আসছে। অভিনয়ের সুবাদে সাংবাদিক হিসেবে বেশ সুবিধা পাচ্ছেন, এমনকি অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গেরও খুব কাছের মানুষ হয়ে গেছেন তিনি। অভিনেতা মাহফুজের বাসায় তার চেয়ে হাসান মাসুদের ভক্তসংখ্যা বেশি- বললেন তিনি। তবে ক্যামেরার বাইরে অন্য কো-আর্টিস্টদের সঙ্গে সম্পর্ক একেবারেই সাদামাটা। ক্যামেরার আড়ালে সম্পর্ক তৈরি করার সময় ও শখ দুটোরই স্বল্পতা রয়েছে তার। সততা আর নৈতিকতায় অগাধ বিশ্বাস আর এ দুটোকে আগলে ধরে সারাজীবন চলতে চান হাসান মাসুদ। অনাড়ম্বর আর সাদামাটা জীবনযাপনে যে তিনি অভ্যস্ত সেটা তার শিশুসুলভ হাসি দেখেই যে কেউ বুঝবেন। তাই ব্যাচেলরের 'ফাহিম' কিংবা সিক্সটি নাইনের 'বড়দা'র মতোই একেবারে সাধারণ থাকতে পছন্দ করেন তিনি। বললেন, 'পর্দা ইজ দ্য ডকুমেন্টারি অব হাসান মাসুদ'। পেশায় সাংবাদিক হলেও লেখালেখির ইচ্ছে নেই একেবারেই। ভবিষ্যতে পুরোদস্তুর অভিনেতা হওয়ার বাসনা রয়েছে তার। আলোচনার এ পর্যায়ে হঠাৎ মুঠোফোনের হস্তক্ষেপ, আলাপচারিতা শেষে সরল হাসি দিয়ে বললেন, 'আমার বউ, সুদূর কক্সবাজার থেকে'। বুঝলাম, কর্তার ব্যস্তর কারণে ছেলে আর তল্পিতল্পা নিয়ে একাই গেছেন সাগর দর্শনে। তাই বলে হাসান মাসুদও দমে যাননি, নিজেই 'ডাল-ভাত' রান্না করে খাচ্ছেন। বুঝলাম 'যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে' না বরং যে চুল বাঁধতে জানে সে রাঁধতেও জানে।

এরকম অসংখ্য গুণে গুণান্বিত হাসান মাসুদের ভক্তরাও। নিষ্ঠা, ভালোবাসা, সততা, হাসান মাসুদের সফলতার মূলমন্ত্র। প্রথম অভিনয়ের প্রস্তাব শুনে যে আকাশ থেকে পড়েছিলেন আজ তার জনপ্রিয়তা প্রায় আকাশ ছুঁয়েছে। একদিন হয়তো তা আকাশকেও ভেদ করবে। দর্শকের ভালোবাসায় বারবার সিক্ত হবেন হাসান মাসুদ।

স্পেক্ট্রার বিয়ে উৎসব

শ্রাবণ কন্যার বিয়ে উপলক্ষে স্পেক্ট্রা কনভেনশন সেন্টারে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হলো ‘স্পেক্ট্রা বিয়ে উৎসব’। আমাদের দেশে সব বিবাহ অনুষ্ঠানে দেশীয় সামগ্রী ব্যবহারের আহ্বান জানিয়ে দেশীয় তাঁতশিল্পের পুনরুত্থানের আবেদন করেছেন আন্তর্জাতিক মডেল তারকা বিবি রাসেল। সব বিবাহ অনুষ্ঠানে দেশীয় ঐতিহ্য, দেশীয় সংস্কৃতি, দেশীয় কৃষ্টি এবং দেশীয় প্রথা সামাজিকতা পালনের আহ্বান জানিয়েছেন জাদুশিল্পী বিপাশা আইচ।

শ্রাবণ কন্যার প্রতিনিধিত্ব করেছেন দেশের মডেল শারমীন লাকী। গায়ে হলুদের পিঁড়িতে

উপবেশনের মাধ্যমে ‘ স্পেক্ট্রা বিয়ে উৎসব’-এর উদ্বোধন হয়েছে। এই শ্রাবণ কন্যার কাল্পনিক বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে একজন মুক্তিযোদ্ধার বংশধরের সঙ্গে, যেখানে শ্রাবণ কন্যা দেশীয় শাড়ি পরিধান করে যৌতুকমুক্ত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রাবণ কন্যার মা ও বাবা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব যথাক্রমে দিলারা জামান ও মাসুদ আলী খান। তারা শ্রাবণ কন্যার গায়ে হলুদ মেখে ও রাখি পরানোর মাধ্যমে এ উৎসবের সূচনা করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক সৈয়দ শামসুল হক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভাইস চেয়ারম্যান, স্পেক্ট্রা গ্রুপ, প্রকৌশলী খালিদ হোসেন খান।

তৃতীয় বছরে ‘বই এবং বই’

চ্যানেল আইয়ের সাহিত্য বিষয়ক নিয়মিত পাক্ষিক অনুষ্ঠান ‘বই এবং বই’ তৃতীয় বছরে পদার্পন করেছে। অনুষ্ঠানটি পরিকল্পনা গ্রŠনা ও উপস্থাপনা করেছেন কবি মাi“ফ রায়হান। অনুষ্ঠানের নির্বাচিত নতুন বইয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ছাড়াও থাকছে দেশবরেণ্য লেখকদের পাশাপাশি তi“ণ প্রতিভাবান লেখকদের সাক্ষাৎকার। দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রকাশনা সংস্থার কর্ণধারগণও এতে অংশ নি”Qন। অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করছেন আমীi“ল ইসলাম ও জামার রেজা। এতে বিভিন্ন সময়ে অংশগ্রহণ করেছেন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, হাসান আজিজুল হক, রাবেয়া খাতুন, হায়াৎ মামুদ, দ্বিজেন শর্মা, হাসনাত আব্দুল হাই, রিজিয়া রহমান, মুনতাসীর মামুন, সেলিনা হোসেন, ইমদাদুল হক মিলন, আনিসুল হক সহ দেশের খ্যাতিমান লেখকেরা। মাi“ফ রায়হান এর আগে বিটিভিতে বিভিন্ন পর্যায়ে ‘সৃজন’, ‘বইপত্র’ এবং ‘গ্রন্থজগৎ’ নামে তিনটি নিয়মিত অনুষ্ঠান গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা করেছেন।

i“হুল তাপস ও তনিমা আরেফিন

ছবি : তুহিন হোসেন

এ সপ্তাহের ঢাকা

- **‘অ’ আবৃত্তি সংসদ :** স্বর ও চর্চা, সুরের বিন্যাস, বাচনিক উৎকর্ষ সাধন, শুদ্ধ উচ্চারণ, অর্থানুসন্ধান ও শব্দের হৃদয়গত সংযোগের উদ্দেশ্যে ‘অ’ আবৃত্তি সংসদ আয়োজন করেছে ২০তম কর্মশালার। আবেদনপত্র পাওয়া যাচ্ছে টিএসসির পশ্চিম পাশের গেটে। আগ্রহী শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার নেয়া হবে ২৯ জুলাই ৩টায় টিএসসির তৃতীয় তলায়। দু মাসব্যাপী এ কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে থাকবেন ডা. রাজীব হুমায়ূন, নিরঞ্জন অধিকারী, গোলাম সারোয়ার প্রমুখ।
- **জাতীয় জাদুঘর :** জাতীয় জাদুঘরে ১ আগস্ট বিকেল সাড়ে ৫টায় উদযাপিত হবে ওস্তাদ মোমতাজ আলী খানের ৮৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন ও স্মারকগ্রন্থ প্রকাশনা অনুষ্ঠান। আয়োজন করেছে ওস্তাদ মোমতাজ আলী খান সঙ্গীত একাডেমী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন অধ্যাপক কবীর চৌধুরী। সভাপতিত্ব করবেন একাডেমীর চেয়ারম্যান কামাল লোহানী। স্বাগত বক্তব্য দেবেন রূপু খান। বরেণ্য শিল্পী পিলু মোমতাজের সঙ্গীত পরিবেশনার সঙ্গে থাকবে ওস্তাদ মোমতাজ আলী খান সঙ্গীত একাডেমীর শিল্পীরা।
- **ইনসাইড আউট :** ফেস অব দ্য টাইম শিরোনামের এ প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে শিল্পী শার্ডর ২৩টি আলোকচিত্র এবং ২০টি পেইন্টিং। প্রদর্শনী চলবে ২৮ জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত।
- **আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ :** জহির রায়হান চলচ্চিত্র সংসদ আলিয়ঁস ফ্রঁসেজে ২৪ জুলাই থেকে আয়োজন করেছে চার দিনব্যাপী আফ্রিকান চলচ্চিত্র উৎসব। আফ্রিকার ১২টি দেশের স্বল্প ও পূর্ণদৈর্ঘ্য ৩১টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হবে। দেশগুলো হচ্ছে আলজেরিয়া, মরক্কো, তিউনেশিয়া, চাদ, সেনেগাল, মালি, জায়ার প্রভৃতি। এসব চলচ্চিত্রের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে আফ্রিকার জীবনধারা, লোককাহিনী, রূপকথা প্রভৃতি প্রদর্শনী চলবে ২৭ জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিন বিকেল ৫টা ও সন্ধ্যা ৭টায়।
- **বিসিআরএ :** ২৭ জুলাই সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় হোটেল পূর্বাণীতে অনুষ্ঠিত হবে বাংলাদেশ কালচারাল রিপোর্টার্স এসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত কমিটির (২০০৫-৭) অভিষেক ও প্রীতি সম্মেলন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন গৃহায়ণ ও গণপূর্তী মন্ত্রী মির্জা আব্বাস। সভাপতিত্ব করবেন সংগঠনের সভাপতি মনিরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

চলে গেলেন রহমান

ষাট দশকের বাংলা চলচ্চিত্রে সাড়া জাগানো অভিনেতা রহমান বার্ধক্যজনিত কারণে ১৮ জুলাই বেলা ১১টায় ঢাকায় মারা যান। তার মৃত্যুর খবরে সাংস্কৃতিক অঙ্গনসহ এফডিসিতে নেমে আসে শোকের ছায়া। সাড়া জাগানো চলচ্চিত্র অভিনেতা রহমান ১৯৩৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন পঞ্চগড়ে। তার অভিনয় জীবনের শুরু ‘এদেশ তোমার আমার’ ছবিতে খল চরিত্রের মাধ্যমে। পরবর্তীতে নায়ক হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে ‘রাজধানীর বুকে’ ছবিতে। তার অভিনীত ছবির সংখ্যা ৭০টির মতো। অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি ছবি পরিচালনা এবং প্রযোজনাও করেছেন। জুটি হিসেবে রহমান ও শবনম দ্রুত দর্শকের হৃদয়ে জায়গা করে নেন। ছবিতে শুটিং করার সময় দুর্ঘটনায় তিনি একটি পা হারান । এক পা হারিয়েও অভিনয়গুণে দর্শকপ্রিয়তা ধরে রেখেছিলেন। তার অভিনীত জনপ্রিয় ছবির মধ্যে রয়েছে- চান্দা, তালাশ, বাহানা, জোয়ার ভাটা, নতুন সুর, স্বর্গ-নরক, দেনা-পাওনা, নতুন দিগন্ত প্রভৃতি।

রহমানের চলে যাওয়ায় চলচ্চিত্র অঙ্গন হারালো এক ক্ষুরধার অভিনেতাকে। তার লাশ দাফন করা হয় জন্মস্থান পঞ্চগড়ে।